সোনার বাংলার, বাংলা কথা

সোনার বাংলার, বাংলা কথা

Bangla Book for children aged 7-9

Published by
Espoo City Own Mother Tongue Education

Book by
Mahmuda Shahena Emdad

ভূমিকা
Johdanto

"সোনার বাংলার, বাংলা কথা" সংকলন টি- Monikulttuuriset Opetuspalvelut/ Multicultural Education Services (বহু সংস্কৃতি শিক্ষা বিভাগ) Espoo, Finland 2021 এর উদ্যোগে বিদেশি মাতৃভাষা শিশু শিক্ষার্থিদের জন্য নির্মিত একটি Reading Packages. এই প্যাকেজটি মূলত শিশু শিক্ষার্থিদের নিজ মাতৃভাষা 'বাংলা' সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি এবং আগ্রহ সৃষ্টি করার এক বিশেষ প্রয়াস

প্রবাসি শিক্ষার্থিদের মাতৃভাষা শিক্ষার এই প্রকল্প উদ্যোগ টিকে স্বাগত জানিয়ে ''Espoo Monikulttuuriset Opetuspalvelut/ Multicultural Education Services'' এর পক্ষ থেকে ফিনল্যান্ড সরকারের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

এই রিডিং প্রকল্পটি মূলত ১ম ও ২য় শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের পাঠ উপযোগি বিষয় বস্তু- বর্ণমালা পরিচিতি, ছড়া, শব্দ সহ ছবি পরিচিতি, প্রকৃতি নির্ভর গল্পকাথা উল্লেখ পূর্বক শিক্ষনীয় ছোট গল্প দুইটি অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যা শিক্ষার্থিদের চিন্তা শক্তির বিকাশ ও পাঠ দানে আনন্দ দিতে সহায়তা করবে।

মাহমুদা সাহিনা এমদাদ, বিদেশী মাতৃ ভাষা শিক্ষক (বাংলা)

Monikulttuuriset Opetusepalvelut

Espoo, Finland

প্রথম অনুচ্ছেদ- ১ম শ্রেনী (১ - ১ ৪)

মাতৃভাষা ১-২

বর্ণমালা পরিচিত ৩

ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি ৪

বাংলা সংখ্যা ও যুক্তবর্ণ অক্ষর.. ৫

ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরচিহ্নের.. ৬

বাক্য তৈরি করা..৭

''আলো আধাঁরে ছড়া''..৮

রঙিন ছড়া..৯

পাখি আর প্রানীদের কথা..১০

ঝড়ো তোতার ইউরোপ..১১-১৫

জেলের জালে বিশাল ঝিনুকঁ..১৬-২১

দ্বিতীয়আধ্যায় ২য় শ্রেণীব্যবহার

ঋ - কার (ৃ) শব্দঃ..২২

ঔ-কার,ঋ- কার ও ফলা চিহ্নের শব্দঃ..২৩

যুক্তবর্ণ..২৪

র- ফলা..১৫

বৃক্ষ আমায়,কেটোঁ না তুমি..২৬-৩০

বন বাচাঁতে পশুদে'র ভাবনা..৩১-৩৭

''ছোট্ট লেখকদে'র গল্প লিখা''..৩৮-৪০

প্রথম অনুচ্ছেদ- ১ম শ্রেনী

১. মাতৃভাষা

’বাংলা’ *আমার মায়ের ভাষা*
‘বাংলা’ আমার প্রাণ,
বাংলায় সব কথার মালায়
বাধি যে মনের গান।
অমর তুমি ২১ *আমার*
অমর ভালোবাসা,
যেথায় যাবো, যতদূরে চলি
সাথে নিতে যেন, নাহি যাই ভূলি,
শত স্নেহ মাখা মা’গো,
তোমার মুখের বুলি।

- *মাহমুদা*

১.১

’ভাষা’-যা দিয়ে কোন মানুষ বা প্রাণি নিজের মনের সুখ, দূঃখ, ভালোবাসার কথা অপর কে বুঝাতে পারে এবং অন্যের মনের কথাও বুঝতে পারে। ‘মাতৃভাষা’ কনো জাতি বা দেশের নিজেদের ভাষা। কোন জাতির প্রথম পরিচয় এবং সেই ভাষায় কথা বলতে পারা তার জন্মগত অধিকার। নিজের পরিচয় কি কেউ কখনো হারাতে চায়? না,কেউ তা চায় না।

আমরা বাঙালি। তাই ‘বাংলা’ আমাদের মাতৃভাষা। ‘বাংলা’ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা পৃথিবিতে অনেক। **বাংলাদেশ** সহ **ভারতের পশ্চিমবঙ্গ** ও আরো কিছু অঞ্চলের বিশাল এক জন গোষ্ঠীর ভাষা ‘বাংলা’। তবে বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র রাষ্টীয় ভাষা ‘বাংলা’। প্রত্যেক জাতির নিজেদের আলাদা আলাদা ভাষা আছে। যেমন- ইংরেজি,ফার্সি,চাইনিজ,আরবি,ফিনিশ,আরো কত। মাতৃভাষা ‘বাংলা’য় কথা বলার অধিকার আদায়ে জন্য **১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি** বাংলাদেশে অনেক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। তাঁদের মাঝে **ছালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার** সহ আরো অনেক মানুষ শহীদ হয়েছিলেন। **২১শে ফেব্রুয়ারি** দিনটি এখন সারা বিশ্বে **‘মাতৃভাষা দিবস’** হিসাবে পরিচিত। ভাষাশহীদের প্রতি সন্মান দেখাতে প্রতি বছর এই দিনটি বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে পালন করা হয়ে থাকে।

সকল মাতৃ ভাষার প্রতি সন্মান দেখানো আমাদের সকলের দায়িত্ব।

২. বর্ণমালা পরিচিতি

২.১ স্বরবর্ণ- ১১ টি

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ
aw	a	i	ii	u	uu
ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ	
rri	e	oi	o	ou	

২.১ স্বরবর্ণ- ১১ টি

আ → া (a a)	ই → ি (i i)	ঈ → ী (ii ii)
উ → ু (u u)	ঊ → ূ (uu uu)	ঋ → ৃ (rri rri)
এ → ে (e e)	ঐ → ৈ (oi oi)	ও → ো (o o)
ঔ → ৌ (ou ou)		

৩. ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি

ক Ko	খ Kho	গ Gaw	ঘ Ghaw	ঙ Ungo	চ Ccho
ছ Cho	জ Zzo	ঝ Zho	ঞ Nijo	ট Tto	ঠ Ttho
ড Ddo	ঢ Ddho	ণ No	ত To	থ Tho	দ Do
ধ Dho	ন No	প Pa	ফ Pho/Fo	ব Bo	ভ Bho
ম Mo	য Zzo	র Ro	ল Lo	শ Sho	ষ Ssho
স Sso	হ Ho	ড় d-Ro	ঢ় dh-Ro	য় Jo	
ৎ Tto	◌ং Ng	◌ঃ Hh	◌ঁ chondrobindu		

৪. বাংলা সংখ্যা ও যুক্তবর্ণ

৪.১ বাংলা সংখ্যা

১ äk	২ dui	৩ tin	৪ char	৫ pach
৬ choe	৭ shat	৮ aat	৯ noe	১০ dosh

৪.২ যুক্তবর্ণ অক্ষর

ক্ষ kkhio	ষ্ট shto	ষ্ণ sshno	শ্ন shno
ন্ন nno	ন্ম nmo	ক্ল klo	

৫. ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরচিহ্নের ব্যবহার

কা	খা	কি	খি
Ka	Kha	Ki	Khi
কী	খী	কু	খু
Kii	Kii	Ku	Khu
কূ	খূ	কৃ	খৃ
Kuu	Khuu	Krri	Khrri
কে	খে	কো	খো
Ke	Khe	Ko	Kho
কৈ	খৈ	কৌ	খৌ
Koi	Khoi	Kou	Khou

৪. শব্দ তৈরি করা

৪.১ স্বরচিহ্ন ছাড়া অক্ষর বলা ও ছবির নাম জান:

ব - ই

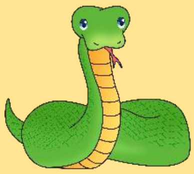
অ - জ- গ- র

ক - ল- ম

ব - ল

৪.২ কার- চিহ্ন সহ অক্ষর পড়ে ছবির নাম বলি

আ- কার

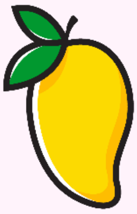
আ -ম

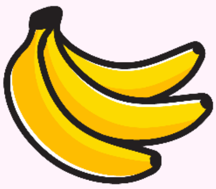
ক-লা

আ- না - র-

এ - কার

আ -পে - ল

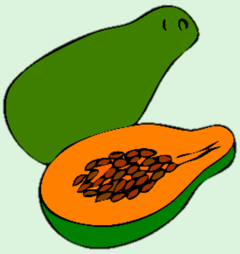
পেঁ-পে

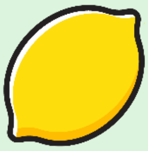
লে-বু

ই - কার

চি-ঠি

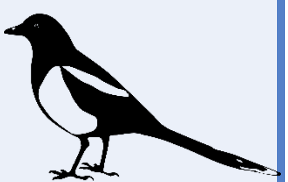
পা- খি

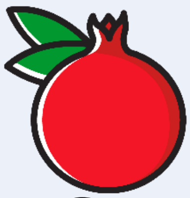
ডা-লি-ম

উ - কার

ফু- ল

পু-তু -ল

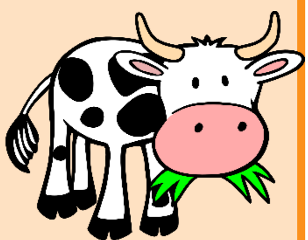
গ- রু

৫.১
"আলো আধারে ছড়া"

আলো - আধাঁর এর খেলা শেষে,
আলো বলে, আধাঁর তুমি কেনোকালো ?
আধাঁর বলে, তাইতো তুমি আলো
তাইতো তোমায় লাগে ভালো ।

- মাহমুদা

১. এখানে আলো আধাঁর কে কি বলছে? আর আধাঁর কি বলছে? কার কথাটা তোমার কাছে ভালো লেগেছে? কেনো?

৬. রঙিন ছড়া

কমলা রঙ এর কমলা লেবু
সবুজ পাতার নিচে,
বেগুনী রঙ এর বেগুন গুলো
ঝুলছে গাছে গাছে।
লাল টুক টুক চেরি'র থোকা
কালো জাম ঐ থোকা থোকা,
হলুদ, হলুদ কলা পাকা।
মিষ্টি ফলের মধুর ঘ্রাণে,
মৌ-মাছি, পাখি নাচে আনন্দে।

- মাহমুদা।

১. ছবিতে কয়টি রঙ এর ফল বলা আছে ? কি কি রঙ ?

২. বেগুনি রঙের সবজি টির নাম কি ?

৭.

<u>পাখি আর প্রানীদের কথা</u>

বক, বাবুই, বুলবুলি

বাঘ, বানর, বুনো হাতি,

কাক, কোকিল, কা- কাতোয়া

কুমিড়, কুকুর, কাঠবিড়ালী,

মিলে মিশে থাকে বনে,

হেসে খেলে নাচে গানে।

\- মাহমুদা।

১. ক- দিয়ে পাখি এবং ব- দিয়ে পাখির নাম বল ?

২. ‘ক’ এবং ‘ব’ দিয়ে পশুর নাম গুলো কি কি ?

৮. ঝড়ো তোতার ইউরোপ আসার গল্প

বাইরে কন-কনে শীত। ইউরোপের জাহাজ ঘাটের পাশেই বড় একটি গাছে। এশিয়ার ঝড়ে পরা সবুজ রঙের তোতা পাখি কেপে কেপে টি টি করে কাদঁছে। গাছের নিচে,উপরে বাসা বানিয়ে থাকা কাক,কাঠবিড়ালি, খরগোশ,জলের ধারে থাকা কচ্ছপ এক সাথে তোতার কান্না শুনতে পায়। এরা সবাই একে অপরের খুব ভালো বন্ধু ও বিপদের সাথী। সবাই বলছে কিসের শব্দ?

এদিক ওদিক খোজা শেষ। কোথাও কিছুই নেই। ওরা ভেবে ঠিক করে,আগে শব্দটা কোথা থেকে আসছে,তা বের করতে হবে তাহলেই খুজেঁ পেতে সহজ হবে। সবাই একসাথে চুপ করে অপেক্ষা করছে!

ঠিক তখনই গাছের আগ ডাল থেকে টী- টী- টী শব্দ ভেসে আসছে। অমনি কাক গাছের এদিক ওদিক উড়তে লাগলো। তোতার রঙ সবুজ বলে গাছের পাতার সাথে মিশে থাকা তোতাকে খুজে পেতে অনেক কষ্ট হয়। অবশেষে কা- কা-করে সবাই কে জানায় সে পেয়েছে। ভিনদেশি তোতা'র গায়ের রঙ দেখে সবাই অবাক ।

কাক তোতার কাছে গিয়ে বললো-''কোথা থেকে এসেছো? আর কাদঁছো কেনো বন্ধু তুমি''? কাক,কাঠবিড়ালি তোতাকে গাছের নিচে নিয়ে আসে। খরগোশ,কচ্ছপ,কাক,কাঠবিড়ালি সবাই ঝড়ে পরা তোতার গল্প শুনতে চায়। তোতা সব ঘটনা খোলে বলে:

"আমি কেবলই মায়ের সাথে নতূন উড়াতে শিখেছি। মা'সেদিন আমাদের বলেছিলো, সাবধান ছানারা! আকাশ খুব অন্ধকার করে আসছে। ঝড় হতে পারে।ঘরের বাইরে যাবে না কেউ! আমি খাবার আনতে গেলাম।"

যখন একটু একটু বাতাস শুরু হয়,মা’এর কথা ভুলে গিয়ে বাতাসে উড়তে আমার মন ছুটে চলে। আর অমনি বের হোয়ে উড়তে শুরু করি। হঠাৎ দমকা হাওয়া আমাকে উড়িয়ে এনে এক জাহাজে ফেলে। জাহাজের এক কোঠরে ৬ দিন আটকে থাকি।এদিক ওদিকে জাহাজে পরে থাকা খাবার খাই।

চারি দিকে পানি আর পানি।ভয়ে কোথাও যাওয়া’র সাহস নেই। পথ ঘাট সব অচেনা। আমি জানি না আমি এখন কোথায়? কি করে বাড়ি যাবো?” টি টি টি করে আবারো তোতা কাদঁতে লাগে। তোতার গল্প শুনে ওরা অবাক !তোতা’র জন্য ওদের খুব মায়া হয়।সবাই তোতা’কে শান্তনা দেয়-

“আজ থেকে আমরা তোমার বন্ধু। আমারা তোমার জন্য একটি উপায় বের করবো। ততোদিন তুমি আমাদের সাথে থাকবে’’।

এই বলে কাক তোতাকে আস পাশ ঘুরিয়ে ফলের গাছ গুলো চিনিয়ে দেয়। তোতা কিছুটা শান্ত হলেও বার বার বাড়ির জন্য মন কেদেঁ উঠে। কাক,খরগোশ কচ্ছপ,কাঠবিড়ালী ভাবছে কি ভাবে তোতাকে ওর বাড়ি পাঠানো যায়? খরগোশের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, বললো:

''কাক তুমি তো একটা কাজ করতে পার, আমাদের দেশ থেকে শীতের আগে যে পাখিরা ঝাকঁ বেধেঁ এশিয়ার দিকে যায়, ওদের সাথে তোতার কথাটা বলে দেখো না"! এই শুনে সবাই বলে উঠে: "ও ও--ঔ-খুব ভালো বুদ্ধি"। কাকও বলে উঠে:
"ঠিক ঠিক! ধন্যবাদ খরগোশ ! আমি কালই সেই পাখিদের খোঁজে বের হবো।"

পরদিন কাক সেই পাখিদের খুজে বের হয়ে তোতার কথা বলে রাখলো। তোতাকে সে জন্য গ্রীষ্মের শেষ অবদি অপেক্ষা করতে হবে। এবার তোতার চোখে মুখে হাসি। আনন্দের সাথে সবার সাথে দিন কাটাতে কাটাতে খুব ভালো বন্ধুত্ব হোয়ে উঠে। আর এখানকার পরিবেশটাকেও ভালোবেসে খুব আপন করে নেয়।

এবার তোতা'র বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময়ে এসেছে। এ নিয়ে তোতা'র মনে যেমন আনন্দ,অন্য দিকে তার বন্ধুদের ছেড়ে যেতে মনটা খুব খারাপ লাগছে।পরদিন তোতা সবার কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে,কাপাঁ স্বরে সবার থেকে বিদায় নিচ্ছে। কাক,কাঠবিড়ালি,খরগোশ কচ্ছপের ও তোতার মত বন্ধুকে হারাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। ওরা তোতাকে হাত নাড়িয়ে বলছে-''বিদায় বন্ধু! আবার এসো পাখিদের ঝাকেঁ মিশে''!

অতিথি পাখিদের সাথে তোতা বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু সেখানে ও তোতা আগের মতো সবার সাথে স্বাভাবিক হতে পারে না। ইউরোপ থেকে শেখে নেয়া অভ্যাশ ও আচার আচরণে অন্যদের হাসি ঠাট্টা তোতাকে খুব কষ্ট দিয়ে থাকে।

ইউরোপের বন্ধুদের ভালোবাসা আর সেই মায়া ঘেরা পরিবেশ তোতাকে বার বার হাত ছানি দিয়ে ডাঁকে। তাই আবারো এক গ্রীষ্মে অতিথি পাখিদের দলে মিশে তোতা ফিরে আসে তার মায়া ঘেরা পরিবেশ আর প্রিয় বন্ধুদের কাছে ।

- মাহমুদা।

<u>এবার বলো-</u>

১. তোতা'কে কেন ঝড়ে পড়তে হয়েছিলো?
২. তোতা ঝড়ে পড়ে কোথায় গিয়ে পরেছিলো?
৩. তোতা কি ভাবে নিজ দেশে ফিরে যায়?
৪. তোতা আবার ইউরোপ কেন চলে আসে?

৯. জেলের জালে বিশাল ঝিনুকঁ

জসিম জেলে। জমি জিরাত তেমন নেই। নৌকাতে চড়ে নদীর মাছ ধরে, তা বাজারে বিক্রি করে যা টাকা পায়,তাতে মা আর ছোট বোনকে নিয়ে চলে যায়। রাতে বেলা ভাল মাছ পাওয়া যায়।তাই জসিম কে অনেক রাতে নদীতে নৌকায় থাকতে হয়।কাজটা বেশ কঠিন।তাই জেলে মনে মনে ভাবে,যদি তার এক খন্ড জমি থাকতো তাহলে সে এই কষ্টের কাজটি ছেড়ে দিতো। যখনই সে নদীতে জাল ফেলতো সৃষ্টিকর্তার কাছে খুব খুব করে প্রার্থণা করতো-

"একটা বড় মাছ, একটাই বড় চাই,
যা বিক্রি করে আমি যেনো
এক খন্ড জমি পাই।"

কিন্তু কোন বড় মাছ আর ভাগ্যে জোটে না। এক জ্যোৎস্না রাত। আকাশে পুরো চাদেঁর আলো,জসিম ভাবছে আজ রাত ভর মাছ ধরবে। মা'কে বলে-''মা, আমাকে কিছু খাবার দাও, রাতে আমি নৌকাতে থাকবো''। মা খাবার আর পানি দিয়ে দেয় ছেলেকে।বাড়ীর সামনের ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে যাচ্ছে অনেক দূর। জাল ফেলে ফেলে তোলে ছোট মাঝারি হরেক রকম মাছ। সে মনের ইচ্ছাটি বলে যায় সব সময়। তখন গভীর রাত! কোথা থেকে যেন কান্নার আওয়াজ শুনে একটু অবাক জসিম! ''কে কাদেঁ? আসে পাশে তো কোন গ্রাম নেই,শুধুই পানি আর পানি''। জেলের মনে খুব খুশি লাগছে। জালটা খুব ভারি মনে হচ্ছে। জসিম ভাবছে-''বিধাতা হয়তো আজ তার মনের কথা শুনেছেন। মনে হচ্ছে মাছটা বিশাল বড়! জালটা এত ভারি,একা কি ভাবে তুলবো''?

কিছুক্ষন চিন্তা করে জালটা নৌকার সাথে শক্ত করে বেধেঁ নদী তীরে দিকে যায়। তীরে নেমে জাল টেনে তোলার পর,জসিমের মন বিসন্ন হয়ে গেলো। হায় ! এতো মাছ নয়! বিশাল এক ঝিনুঁক! জেলে ভেবে পায় না কি করবে এই ঝিনুঁক টাকে? নদীতে ফেলে দেবে? নাকি এটা বাজারে বিক্রি করলে কিছু পাওয়া যাবে? মনে মনে ভাবে-''আগে বাড়ি নিয়ে যাই,দেখা যাক কি করা যায়''।

অনেক কষ্টে আবার টেনে নৌকাতে তোলে বাড়ীর দিকে চলছে। তক্ষনি আবার জেলে হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে আবারও অবাক,কোথা থেকে এ হাসির শব্দ আসছে? তার মনে একটু ভয়ও লাগছে,দেরি না করে জলদি বাড়ির দিকে চলে। রাতে বাড়ি এসে মা'-বোনকে সব খুলে বলে ।

মা বললেন-''এত বড় ঝিনুঁক তো আমি বাপের জনমেও দেখি নাই ! হ্যাঁ রে, ভেতরে মনে হয় বড় মুক্তা থাকতে পারে'',বলে ঝিনুকঁটা ঘরে যত্ন করে তোলে রাখে,সবাই ঘুমোতে যায়। ঘুম ভেঙ্গে মা'দেখেন,ঘর টা যেন অন্যরকম গোছানো মনে হোচ্ছে ! এমনটা প্রায় রাতেই হতে থাকে। তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে কে করলো? ঝিনুকঁটা ঘরে আসার পর থেকে অনেক বড় বড় মাছও ধরা পড়ে জালে আর সংসারের সুখ শান্তি ও আগের চেয়ে অনেক ভালো।

জসিমের মা একদিন বললেন-''এই ঝিনুকঁটা আর ঘরে রেখে কি হবে? দেখ না এর ভেতর যদি কোন মুক্তা পাওয়া যায়,তা বিক্রি করে যদি আমরা কিছু টাকা পাই তাতে তো আমাদের বেশ কাজে আসবে।আর যদি কিছু নাই থাকে,তা ঘরে রেখে কি হবে? ফেলে দিয়ে আয়''। ঝিনুকঁ'টার প্রতি জেলের মনে কেমন যেন মায়া হয়। ফেলে দিতে মন না চাইলেও মায়ের কথায় ঝিনুকঁটা খোলার চেষ্টা করে।কিছুতেই খুলতে পারে না। অবশেষে নদীর জলে ফেলে আসে। ঘরে এসে শোনে,ঝিনুকঁটা যেখানে ছিলো তার এক কোণে রাজহাসেঁর ডিমের মত এত্তো বড় একটি মুক্তো পড়ে ছিলো।

এ কথা শুনে জেলে আর দেরি না। তক্ষনি ছুটে যায় ঝিনুকঁ টা ফিরিয়ে আনতে।কিন্তু হায়! ঝিনুঁকটা আর সেখানে নেই।জাল নিয়ে দিন রাত জেলে পড়ে থাকে নৌকায়, আর কেদেঁ কেদেঁ শুধু বলে-''একটা বড় ঝিনুঁক,শুধু একটাই বড় চাই,তোকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে,ঘরের সুখ চাই''।

ঝিনুঁক পানি থেকে সব শুনছিলো।ওকে ফেলে দেয়ায় জেলের উপর খুব অভিমান হোলেও শেষ পর্যন্ত জেলের কান্নায় অভিমান ভেঙ্গে আবার জালে উঠে আসে।

''ঊ ঊ ঊ...এত্ত ভারি! জেলের আনন্দে কে দেখে! আবার সেই ঝিনুকঁ ঘরে নিয়ে আসে। এবার জেলের মনে নতূন প্রশ্ন! কে প্রতি দিন তাদের ঘর এতো সুন্দর করে কে গুছিয়ে রেখে যায়? সারা রাত জেগে আজ সে তা বের করবেই? গভীর রাত,ঘরে আলো নিভিয়ে জেলে অপেক্ষা করছে ঘটনা কি?

হঠাৎ জেলের চোখ ছানা বড়া ! কিছুতেই সে বিশ্বাস করাতে পারে না।সে দেখে,আস্তে আ..স্তে ঝিনুকঁ টা খুলছে!!ঝুম-ঝুম-ঝুম আওয়াজে গা'ভর্তি হীরা,মনি,মুক্তার গহনা পরা অপরূপা সুন্দরী রাজকন্যা বের হয়ে গুন গুন শুরে গান করে ঘরের সব কজ করতে থাকে!জেলের মাথায় কোন বুদ্ধি আসছে না,কি করবে সে?

ধীরে ধীরে রাজকন্যার দিকে এগিয়ে চট করে হাতটা ধরেই বলে- ''কেগো তুমি''? চমকে গিয়ে রাজকন্যা বলে-''আমি!আমি দক্ষিন রাজ্যের রাজার একমাত্র কন্যা।আমার বাবা একজন যাদুকরকে কে শাস্তি দিয়েছিলো। আর সে আমার বাবা'র উপর প্রতিশোধ নিতে আমাকেএই ঝিনুকেঁ আটকে রাখে এক যুগ ধরে। আজ তুমি আমাকে এ শাস্তি থেকে মুক্ত করলে।বলো তুমি,কি পেলে খুশি?''জেলে হতবাক!

সে রাজকন্যাকে বললো-''আমার কিছু চাই না।তোমার মুক্ত করতে পেরে আমি ভীষন খুশি!ভেবো না,আমি তোমাকে রাজবাড়িতে পৌছে দিবো''। আর রাজকন্যাও বললো-''আজ তোমার জন্য আমি আবার নতূন জীবন ফিরে পেলাম। তোমরা আমার পরম আত্মীয়।তোমরাও আমার সাথে যাবে। এভাবে জেলে রাজকন্যাকে মুক্ত করে দিয়ে তার কষ্টের জীবন শেষ হয়ে রাজবাড়িতে সুখে জীবন যাপন করতে থাকে ।

- মাহমুদা

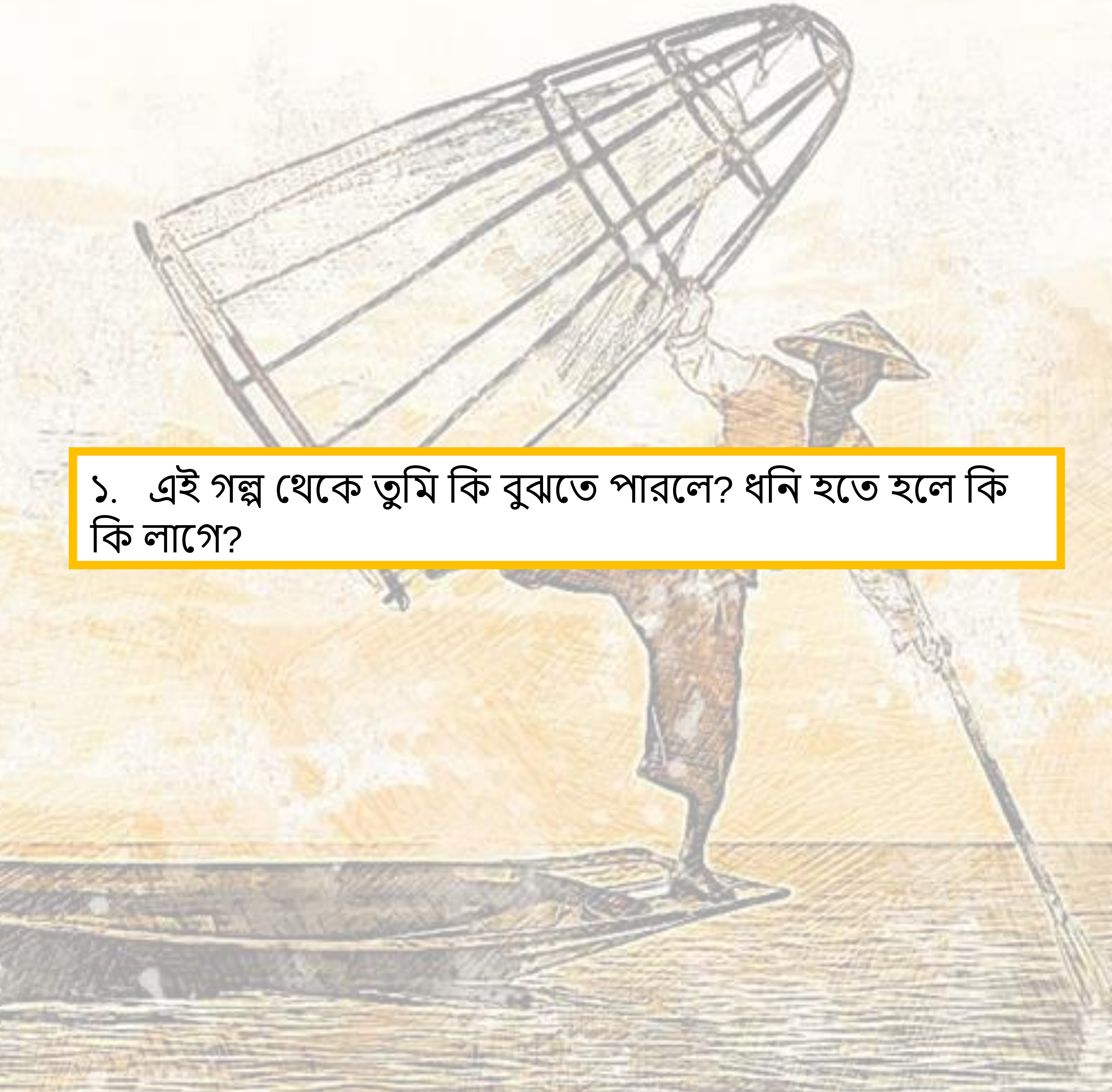

১.   এই গল্প থেকে তুমি কি বুঝতে পারলে? ধনি হতে হলে কি কি লাগে?

দ্বিতীয় আধ্যায় / ২য় শ্রেণী

১.১ ঋ - কার (ৃ) শব্দঃ

বৃ - ষ্টি

তৃ - ণ

বৃ- ক্ষ

পৃ- থি- বী

১.২

<u>সবুজ বৃক্ষে, পৃথিবী হাসে</u>

বৃক্ষ বনে বৃষ্টি ঝরে
বৃষ্টির জলে বৃক্ষ বাড়ে,
সবুজ বৃক্ষে প্রকৃতি সাজে
প্রকৃতির সাজে, পৃথিবী হাসে।

১. শব্দের অর্থ জানিঃ প্র-কৃ-তি = প-রি-বে-শ **(আমাদের চারপাশের গাছপালা,পাহাড়,আকাশ,মাটি)** বৃ- ক্ষ = গা - ছ

২. ঔ-কার ও ফলা চিহ্নের শব্দঃ-

২.১ অক্ষর মিলিয়ে ছবি নাম বলি-

ঔ- কার (ৌ) শব্দ

মৌ-মা-ছি

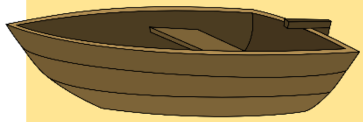

নৌ- কা

লৌহ

২.৩
ফলা চিহ্নের শব্দঃ

য-ফলা (্য্য) সত্য, মিথ্যা, বিদ্যা, ব্যাঙ

ম- ফলা (ন্ম) জন্ম, সন্মান,

র- ফলা (ব্র) ফেব্রুয়ারি, ভাদ্র, ভদ্র

রেফ-ফলা (র্ণ) বর্ণ, কর্ণ, স্বর্ণ, সর্প।

৩. যুক্তবর্ণ

ক্ষ	ষ্ট	ষ্ণ	শ্ন
kkhio	shto	sshno	shno

ন্ন	ন্ম	ক্ল
nno	nmo	klo

দুইটা বর্ণ এক সাথে যুক্ত হয়ে যখন শব্দ তৈরি হয় তখন সেটিকে যুক্তবর্ণ শব্দ বলে। যেমন-শব্দ= (শ+ব+দ), যুক্ত= (যু+ক+ত),অন্ন ।

৪.১ য- ফলা (্য)

এই চিহ্নটি বিশেষ করে শব্দের মাঝখানে যদি থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে অক্ষরের পাশে থাকে সেই অক্ষরটি (এ+ যোগ করে উচ্চারিত হয়ে থাকে যেমন-'ব' (ব্যাঙ)

আর যখন শব্দের শেষ অংশে এবং যে অক্ষরে পাশে থাকে তখন সেটি দুইটা (যুক্ত) ভাবে উচ্চারণ করতে হয় যেমন-(সত্য= স+ত+ত), (মিথ্যা =মি+থ+থা)।

৪.২ র- ফলা

(স্র, ক্র, শ্র) অক্ষরের নিচে এমন চিহ্ন থাকলে প্রথম অক্ষরটি এর সাথে (র)যোগ করে একসাথে দ্রুত বলতে হয়। যেমন-

স+ র= স্র, ক+ র = ক্র, শ+র= শ্র

ভ - দ্র = বি-ন-য়ী

গ্রা- ম = শ-হ -র থে-কে দূ-রে

শ্রা- ব -ণ = মা -সে -র না -ম

৪.৩ রেফ- ফলাঃ

রেফ (র) যখন কোন অক্ষরের উপর একটি ছোট রেখা বা টান থাকে,তখন এটি (র) মত উচ্চারণ করেই নিচের বর্ণটি কে নিয়ে এক সাথে দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়। যেমন-

বর্ণ = অ- ক্ষ- র
কর্ণ= কা -ন
সর্প = সা -প
দর্পণ= আ-য়-না ।

বর্ণ দিয়ে কথা সাজে
কর্ণ তা শোনে,
দর্পণে'তে চেহারা দেখে,
সর্প নিজেকে চেনে !!

এসো বলিঃ
১. র-ফলা, রেফ- ফলা আর য- ফলার ২ টি করে শব্দ কি কি হতে পারে?
২. সর্প,দর্পণ,বর্ণ এগুলো কি জান?

৫. বৃক্ষ আমায়,কেটোঁ না তুমি

ঘুট ঘুটে অন্ধকার কালো বন। শত শত বছরের প্রাচীন বিশাল এক বৃক্ষ। যুগ যুগ ধরে কতো প্রাণীদের আশ্রয় দেয়া সহ ঝড় বাদল,মেঘ,বৃষ্টি ও নানা রকম বিপদ থেকে বনের প্রাণীদের আগলে রাখছে এই বৃক্ষটা।বনের সব পশু পাখিদের যেমন আদরের এই গাছটা,তেমনি এক বৃক্ষ প্রেমিক লোকের ও প্রকৃতির সাথে সময় কাটানোর এক ভীষন পছন্দের একটি ঠিকানা।

নাম না জানা এই বৃক্ষটি এতই বৃহৎ দেখলে মনে হয় না জানি কতো বড় রাজ প্রাসাদ লুকিয়ে আছে এর ভেতর। এর ফল গুলোও যেমন বড়, তেমনি হাতির খুব প্রিয় একটি ফল। কেউ কেউ গাছটার নাম 'নাগেশ্বর' বলেও ডাকে।

একদিন একদল লোভী কাঠুরে দলের দৃষ্টি পরে এই গাছের উপর। তাদের মনে লোভের শেষ নেই।সবাই মিলে গাছটা নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা করতে থাকে

একজন বলছে- "এই গাছটা এতো প্রাচীন,এমন হতে পারে,এর ভেতর কোন গুহাতে কেউ কোন গুপ্ত ধনও লুকিয়ে রাখতে পারে। আর যদি নাও থাকে,এর কাঠ বিক্রি করলেও আমাদের সাত পুরুষ দিব্বি বসে খেতে পারবে"। দিত্বীয় জন বলছে- "এটা মন্দ হয় না,গাছটাকে পুরো না কেটেঁ এর ভেতর টা খোদাই করে এর ভেতরে একটা ঘর বানালে আমরা রাতে বনে নিরাপদে থাকতে পারবো,আর দিনের বেলা শিকার ধরা আর কাঠ কাটাঁর কাজ করতে পারবো"।

অন্য একজন বললো- "খুব ভালো বুদ্ধি !এর ভেতর কোন ঘর বানাতে পারলে সব দিক থেকে আমাদের লাভ হবে।একদিকে বনে রাতে থাকার যায়গা,অন্য দিকে খোদাই করা কাঠ বিক্রি করে প্রচুর টাকা আসবে"। সবাই একসাথে বলে উঠে- "তাহলে...চলো,তাই~রে নাই~রে~না,আর দেরী না, চলো শুরু করি... গাছটা এবার কাটিঁ''।এ সব কথা শুনে গাছে থাকা সব পাখি আর প্রানীরা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে ।

যেই না কুঠারের আঘাত গাছে পরলো,কোথা থেকে এক ভারি কন্ঠে আওয়াজ আসছে- "ওয়া- উ -উ"!
এতো অন্ধকার বন,গাছের উপরটাও কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।সবার মনে প্রশ্ন,কোথা থেকে এ শব্দ আসে? একজন বলছে- "মনে হয় পাশেই কেউ হয়তো আমাদের মতো কোন বড় গাছ কাঁটছে,আর কষ্ট হচ্ছে,সেই শব্দই হবে হয়তো''।

আবার যখন গাছে কুঠারের আঘাত দেয়, একই আওয়াজ- "ওয়া... ওওওও"! কাঠুরে'দের একজন বলে উঠে- "কি অবাক কান্ড !! গাছ কি কখনো চিৎকার করতে পারে ?? না, তা হবে কেন? আমরা এই গাছটা যেন না নিতে পারি সে জন্য কেউ হয়তো শত্রুতা করে ভয় দেখাচ্ছে"।

বলেই আবার গাছে আঘাত করে।আর অমনি দেখতে পায় বনের সব পশু-পাখি, জীব-জন্তু হাউ মাউ চিৎকার করতে করতে গাছের দিকে ছুটে আসছে!! এই না দেখে কাঠুরে দল হুর মূর করে প্রাণ পনে একজন অন্য জনের ঘারে'র উপর চড়ে গাছে উঠে আর অন্য জনকে টেনে টুনে গাছে তোলছে।

এ দৃশ্য দেখে কে যেন খেক্ খেক্ খেক্ করে হাসছে, আর বলছে- "কি হলো!! তোমরা গাছে উঠছো কেনো''? কাঠুরে দল অবাক! কে কথা বলে? ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়- ''আমরা পশুদের থেকে রক্ষা পেতে গাছে উঠেছি, তুমি কে''? কাঠুরেদের কথার উত্তর না দিয়ে আবারো গিজ্ঞেস করছে- ''কেনো গো? পশুদের নিয়ে তোমাদের এত ভয় কেনো?"

কাঠুরে দল-''কেন আবার? পশুরা আমাদের খেয়ে ফেলবে না''?
আবার কেউ বলছে-''খেয়ে ফেললে কি হবে গো??''
কাঠুরে'রা উত্তরে বলে-''বাহঃরে! খেয়ে ফেললে তো মরেই যেতাম?''

এবারো কেউ রেগে রেগে বলছে-''দেখো !আজ যেই গাছ তোমাদের কে পশুদের হাত থেকে বাচাঁলো,তোমারা সেটাই কেটেঁ ফেলতে চয়েছিলে।তোমরা কি জানো যে,গাছের ও প্রাণ আছে? কথা বলতে না পারলেও গাছ বনের পশুপাখি আর মানুষের পরম বন্ধু ? সবার উপকারে ফল-ফুল অক্সিজেন সহ কত প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে থাকে।

আর তার প্রমাণতো আজ তোমরাই।সেই তোমরা এটাকে মারতে চাচ্ছিলে! তোমরা প্রকৃতির শত্রু!
এক্ষন নেমে যাও এখান থেকে''!!

কাঠুরে দল ভয়ে থর থর করে কাপঁতে লাগে! তারা নিজেদের ভূল বুঝতে পারে,আর বলতে থাকে-''তুমি কে?কে তুমি? আমাদের মাফ করে দাও!
আমরা কক্ষনো আর এ কাজ করবো না।আজ থেকে গাছ কাটাঁ আর শিকার ধরা বন্ধ করে গাছ ও বুনো প্রাণীদের সত্যিকার বন্ধু হতে চাই''। গাছের উপরে ও নিচের সব প্রানীরা এক সাথে কিচ্ মিচ্,হাউ মাউ শব্দে আনন্দে মেতে উঠে !!!!

এবার বলতো:

১. কাঠুরে দল কি ভাবে পশুদের হাত থেকে রক্ষা পায়?

২. তোমার কি মনে হয়? কাঠুরে'দের সাথে কে কথা বলছিল?

৩. গাছের কি জীবন আছে? কি ভাবে বুঝবে?

৭. বন বাচাঁতে পশুদে'র ভাবনা

বনটির নাম 'সুন্দর বন'। বঙ্গোপোসাগর তীরের এই বনটি শুধু নামেই না, সুন্দরী,গেওয়া আরো কত্তো প্রজাতির গাছ-পালা,পাখি,বাঘ,হরিণ,হাতি,বানর,ভাল্লুকদের নিয়ে বনটা যেমন সুন্দর,তেমনি দেশ বিদেশে এর পরিচিতিও কম নেই । পশুর রাজা বলে পরিচিত-'সিংহ' ও 'বেঙ্গল টাইগার বলে চেনা সুন্দর বনের বাঘ কে না চেনে?

ঝলমলে এক রোদে বড় এক গাছের নিচে বসে বাঘ আর সিংহ বনের পরিবেশ আর ভবিষ্যত পশু ছানাদের পৃথিবীতে টিকে থাকার ভাবনায় ভীষন চিন্তিত। গাছের উপর বসা কাক আর বানর ওদের গল্প শুনেও চিন্তিত হয়ে উঠে।

সিংহ বলছে-''দেখ বাঘ !এক সময় এই 'সুন্দর বন' ছিল আমাদের সুখের রাজ্য। সবুজ গাছপালা,হরিণ ছানাদের ছুটা ছুটি,হাতি-বানরের নাচানাচি,পাখিদের কলতান আর ঘন কালো বনের ভেতর সাগর জোয়ারে ভেসে আসা কুমিড় ছানাদের ছোটা ছুটি,কি সুন্দর পরিবেশটাই না ছিলো''।

বাঘ কিছুক্ষন চুপ থেকে বলছে-''হু উ উ ম !গাছপালা,পশু পাখি কমে কমে সেই বন আর নেই। এক সময় যে বনে সুর্যের আলো ঢোকতে পারেনি,আজ এই বনে সুর্যের আলো ঢোকাতে কোন বাধা নেই ।

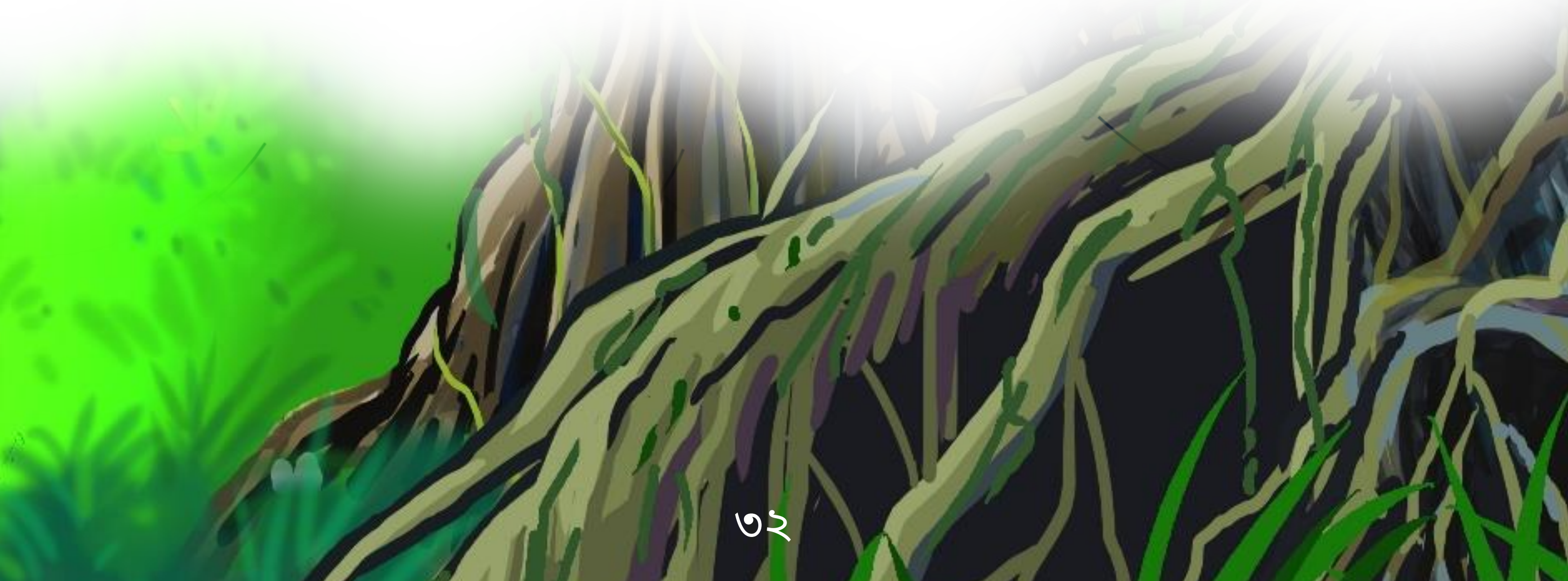

এতে আমরা পশুরাও যেমন দায়ী অন্যদিকে মানুষ নামের প্রজাতিরাও তাদের প্রয়োজনে আমাদের বন শেষ করে দিচ্ছে। আমরা মাংশাশী প্রাণীরা নিজের ক্ষুধা মেটাতে যেমন অন্য পশুদের খেয়ে ধবংস করছি,তেমনি মানুষ জাতি তাদের ঘর বাড়ির কাঠ,আর ফসলের মাঠ বানাতে গাছ

কেটেঁ,কলকারখানার ধোঁয়াতে বন উজার করে দিচ্ছে''।
সিংহ-''আমরা তো পশু,আমাদের তো মানুষের মত এতো বুদ্ধিও নেই ! তবে এটা বুঝতে পারছি বনের পশুপাখি আর বন না থাকলে পৃথিবী বাচঁবে কি নিয়ে? গাছ পালা,বন তো শুধু আমাদেরই বন্ধু না।

শুনি অক্সিজেন ছাড়া মানুষও বাচঁতে পারে না। তবেতো গাছ তাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু ? তাহলে তারা কেন গাছ কাটে ?''

বাঘ, আবার ও খানিক চুপ থেকে বলে-''আমরা এখন অনেক বৃদ্ধ,আর রোগে শোকে জর্জরা।আমাদের ভুল বুঝতে পারলেও এখন কি বা করতে পারি? তবে কিছু একটা ভাবতেই হবে। কি করা যায়?

তার আগে আমাদের আজ থেকেই শপথ করতে হবে,বনের পশু ধরে খাওয়া বন্ধ করতে হবে। আমরা বড়রা যদি স্বার্থ ত্যাগ না করি,তাহলে ছোটরা আমাদের ডাকে কি ভাবে সারা দেবে''?

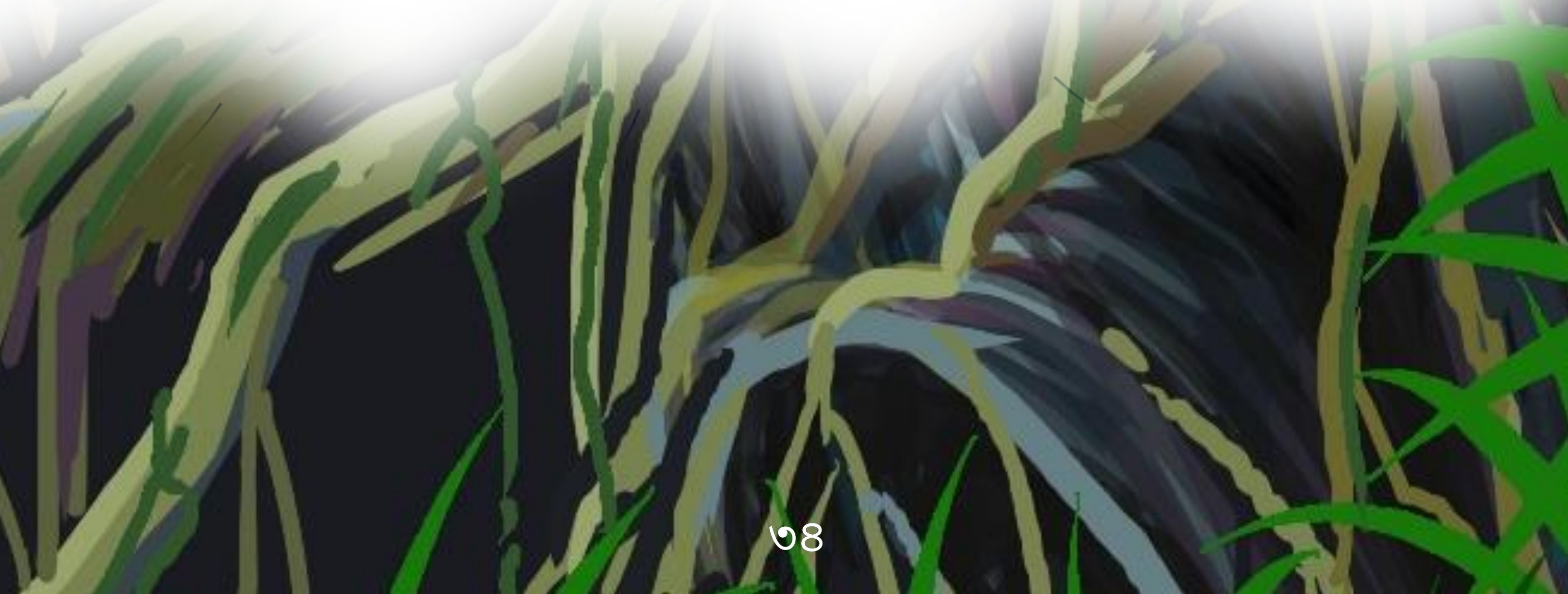

সিংহ অবাক নয়নে তাকিয়ে বলে-''তাহলে!!! আমরা বাচঁবো কি খেয়ে?? বাঘ-''কেন? উপায় একটা বের হবেই ! বনের অনেক পশু পাখিরা তো লতা পাতা আর বনের ফল মূল খেয়ে দিব্বি বাচঁতে পারে।আমরা কেন পারবো না? তা ছাড়া এখনতো বনে শিকার ধরারা মতো তেমন পশু ও নেই। আর বুড়ো বয়সে শিকার ধরার শক্তি ও নেই। এখন অনেক সময়ই তো ফল মূল খেয়ে দিন কাটাতে হয়''।

সিংহ-''তাও ঠিক! কথাটা মিথ্যা বলোনি।আজকাল আমাকেও অনেক সময় ফল মূল খেয়েই কাটাতে হয়। তাহলে আসো!আজ থেকেই শপথ করি আমরা আর শিকার ধরবো না। বনের সব পশু পাখিদেরকে কি ভাবে খবর টি জানানো যায়।সবাই মিলে বুদ্ধি বের করতে হবে পৃথিবিতে আমাদের প্রজাতি টিকিয়ে রাখতে কি ভাবে বন বাচাঁনো যায়।

কাক সব শুনে কা-কা- কা করে বলে উঠে-''বাঘ মামা,সিংহ মামা বন বাচাঁতে তোমাদের এই শপথ,আমাদের অনেক বড় সাহস। আমি এখনই এ খবর বনের পশু পাখিদের জানিয়ে দিচ্ছি। দুষ্টু বানর ও এ কথা শুনে খুশিতে এক লাফে বাঘ,সিংহ এর সামনে এসে থুবড়ে পড়ে। মাটিতে পড়ে থাকা খালি বোতল আর গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ঢোল বানিয়ে নাচতে নাচতে বলতে থাকে "শোন শোন বন্য প্রানীরা,সবাই দিয়ে মন!
বাঘ আর সিংহ মামার শপথ নিলো আজ! বন বাচাঁতে সবাই চল,করবো মিলে কাজ !''

বাঘ -সিংহ একসাথে হুহ- হুহ- হুহ করে হেসে বলে উঠে-''বেশ ! বানর,কাক ! বেশ! এত বড় কাজ টি কে করবে তাই ভাবছিলাম। এক্ষনই যাও, জানাও''।

বানর,কাকের খবর শুনে সব পশুপাখি হন্নে হয়ে ছুটে আসে।বাঘ,সিংহ সবাইকে ডেকে তাদের মনের কথাটা বলে। সবার কাছে তাদের বুদ্ধি ও সহযোগিতা চায়। পশু পাখিদের সামনে অনেক বিপদ শুনে সবাই খুবই চিন্তিত।এক এক করে ওরা নিজেদের বুদ্ধি ও কাজ দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ বের করতে চেষ্টা করে।

বানর বার বার হাত উচুঁ করে নিজের দুষ্টামি বুদ্ধি গুলো দিতে অস্থির হয়ে আছে। হাতি বলছে-''আমি সাগর জল শুরে করে বনে ছিটিয়ে বন সতেজ রাখবো''।

হরিণ বলে-''বাঘ,সিংহ মামা আমাদের বাচাঁতে তোমরা যে শপথ নিয়েছো,তোমাদের বাচিঁয়ে রাখতেও আমরা বনের কচি লতা-পাতা,সবজি ফল সংগ্রহ করে তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি''।

কথা টা শুনে বাঘ আর সিংহে'র ভীষন অনুশোচনা হয়। চোখ ছল ছল করে ওদের কাছে অপরাধ শিকার করে ক্ষমা চাইছে। মনে মনে নিজেদের ক্ষমতার জোর কে ছোট প্রাণীদের মহৎ ভাবনার কাছে কত তুচ্ছ,ভেবে লজ্জিত হচ্ছে।

শিয়াল বলছে-''দুষ্ট শিকারী,কাঠুরে'রা যেন বনে ঢোকতে না পারে সে জন্য আমরা বনের সীমানা পাহারা দেবো''।
বানর হঠাৎ বলে উঠে-''আমি গাছের উপর শিকারীদের তৈরি ঘর থেকে ওদের বন্দুক যন্ত্র গুলো চুরি করে নিয়ে আসতে পারি''।

বানর এর কথা শুনে সব পশুপাখি এক সাথে ক্যাচ ম্যাচ করে হেসে উঠে। বানর বেশ লজ্জা পায় আর সিংহ সবাইকে থামিয়ে বলছে- ''বানরের বুদ্ধিটা ফেলে দেয়ার না, শিকারিদের বন্দুক যন্ত্র ছিনিয়ে আনতে পারলে তাদের শিকারে বাধা পরবে''।

সব শেষে কাক কা-কা করে ডেকে পাখিদের সাথে পরামর্শ করে । ঠিক এ সময় চোট্ট পাখি চড়ুই বলে উঠে-''শুধু এই বনটা রক্ষা করলেই চলবে না। বুনো ফুল,ফলের বীজ মুখে করে নিয়ে দূর দুরান্ত,সাগর তীরে ছিটিয়ে দিয়ে নতূন নতূন বন তৈরি করতে হবে''।

ছোট্ট পাখি চড়ুই এর এত সুন্দর একটি কথা শুনে সবাই এক যোগে চিৎকার করে বলে উঠে-''বাহ বাহ! এত সুন্দর কথা আর হয় না'' বনায়ন এর মতো এ বৃহৎ কাজটা হাতে নেয়ার জন্য বাঘ,সিংহ সবাই ছোট্ট পাখিদের ধন্যবাদ জানায়। তখন থেকে সবাই নিজ নিজ কাজ মন দিয়ে করতে থাকে আর ভাবে-''কঠিন কাজ বলে কিছু নেই। সবাই একসাথে নিজেদের জানা কাজ ও বুদ্ধি দিয়ে অনেক কঠিন কাজও সমাধান করা সম্ভব''।

প্রশ্ন উত্তর পর্ব

১. গল্পে বনের পশুদের কি নিয়ে ভাবনা ছিল?
২. বন্য জীবদের বাচাঁতে বাঘ, সিংহ কি শপথ নিয়েছিলো?
৩. পাখিরা বন বাড়ানোর কাজে কি করবে বলেছে?
৪। বন বাচাঁনোর জন্য তুমি কি বুদ্ধি দিতে পার? আর কি কি করা যেতে পারে?

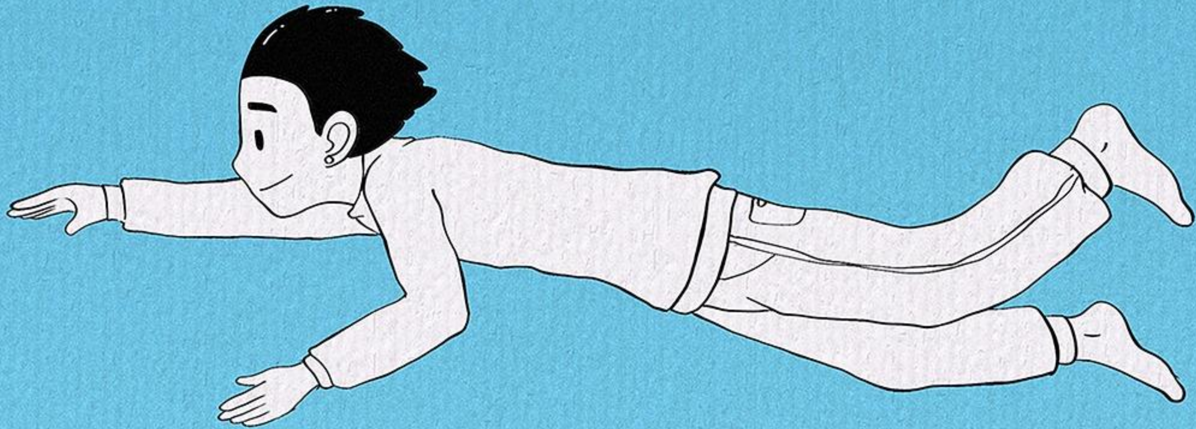

''খুদে লেখকদের গল্প''

 ফিনল্যান্ডের ছোট্ট মনিরা নিজ নিজ এলাকার আলাদা আলাদা স্কুলের শিক্ষার্থ হলেও অভিভাবকগণ এবং শিশু শিক্ষার্থিদের মাতৃ ভাষার টানে স্বাভাবিক স্কুল শেষে সবাই এক সাথে কোন নিজ এলাকার নির্দিষ্ট একটি স্কুলে'বাংলা' ক্লাসে আসে। যেহেতু এখানে শিক্ষার্থিদের বিদ্যালয়ের ভাষা 'ফিনিশ ভাষা',তাই প্রবাসী শিশু শিক্ষার্থিদের নিজ মাতৃ ভাষা কে অন্তরে লালন এবং ফিনিশ ভাষায় শিক্ষাদান প্রক্রিয়াতে মাতৃভাষা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে বিধায় ফিনল্যান্ড সরকারে নেয়া এই বিশেষ উদ্দ্যোগ। ইউরোপের সীমিত কটি দেশেই সরকার কর্তৃক গৃহীত এ ধরণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। এ মাতৃ ভাষা শিখন প্রক্রিয়ায় ১ম- ৯ম শ্রেনীর শিক্ষার্থিরা একই সাথে অংশ নিতে পারে।

খুদে লেখকদের লিখা গল্প গুলো অন্য শিক্ষর্থিদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে অনুপ্রেরণা সহ পঠনেও আনন্দ দিয়ে থাকবে।

খুদে লেখকদের গল্পগুলো -

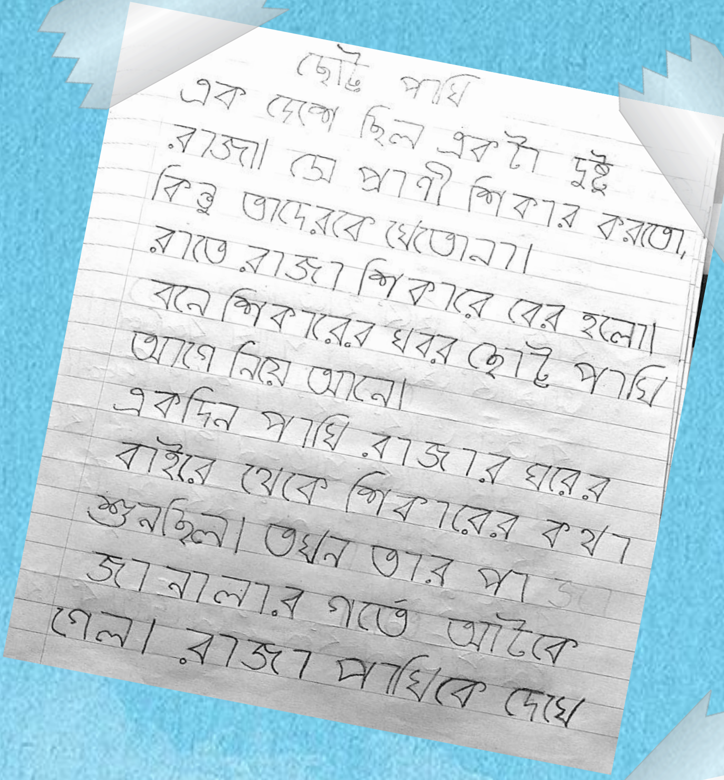

ছোট্ট পাখি

এক দেশে ছিল একটা দুষ্টু
রাজা। সে প্রাণী শিকার করতো,
কিন্তু তাদেরকে খেতোনা।
রাতে রাজা শিকারে বের হলো।
বনে শিকারের খবর ছোট্ট পাখি
আগে নিয়ে আসে।
একদিন পাখি রাজার ঘরের
বাইরে থেকে শিকারের কথা
শুনছিল। তখন তার পা জা
জানালার গর্তে আটকে
গেল। রাজা পাখিকে দেখে

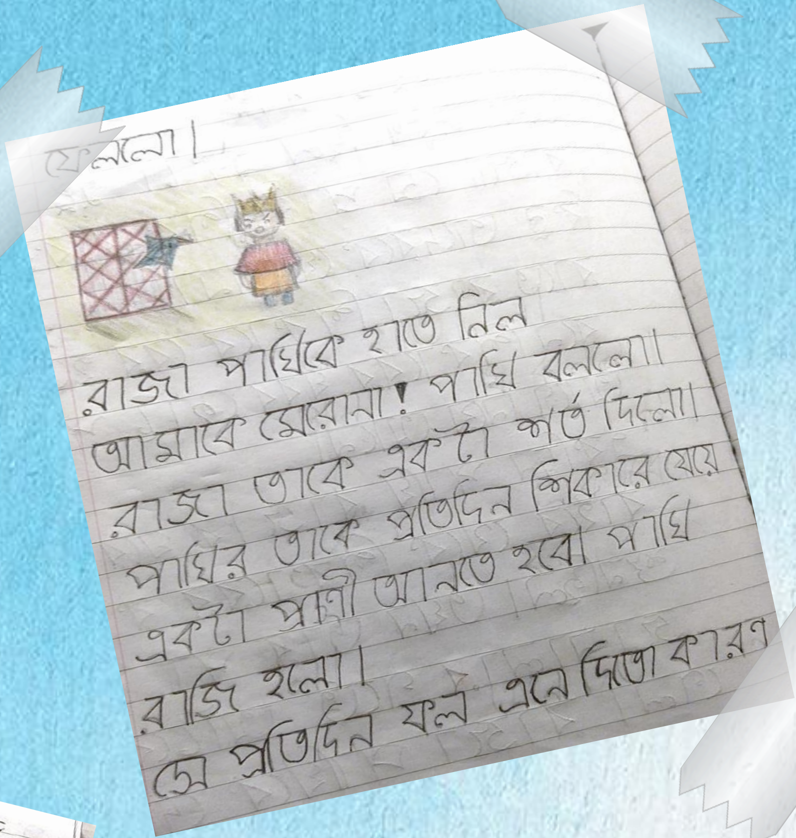

ফেললো।

রাজা পাখিকে হাতে নিল
আমাকে মেরোনা! পাখি বললো।
রাজা তাকে একটা শর্ত দিলো।
পাখির তাকে প্রতিদিন শিকারে যেয়ে
একটা প্রাণী আনতে হবে। পাখি
রাজি হলো।
সে প্রতিদিন ফল এনে দিতো কারণ

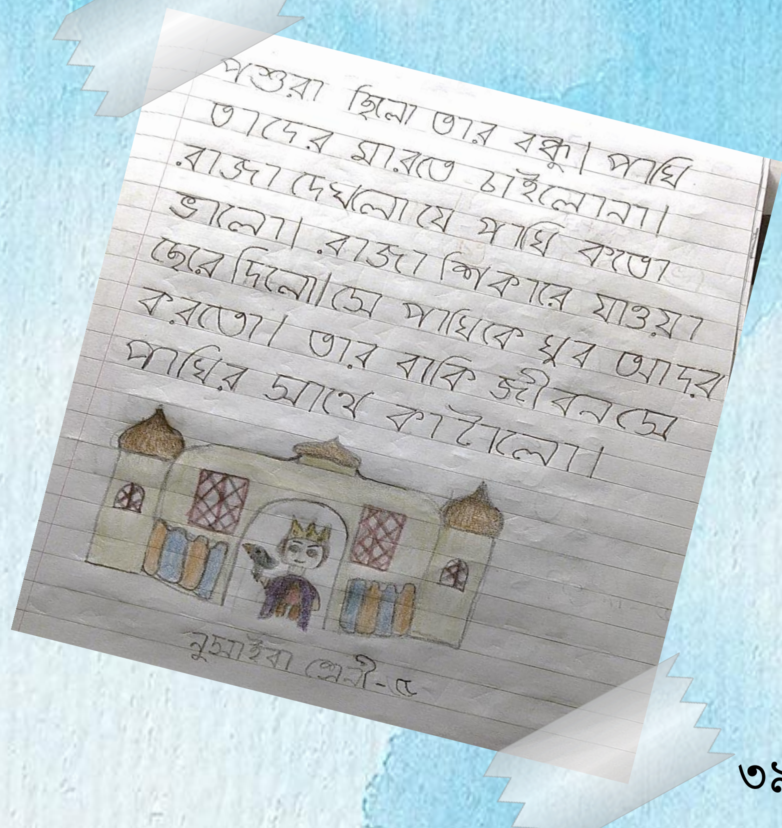

পশুরা ছিলো তার বন্ধু। পাখি
তাদের মারতে চাইলোনা।
রাজা দেখলো যে পাখি কতো
ভালো। রাজা শিকারে যাওয়া
ছেরে দিলো। সে পাখিকে খুব আদর
করতো। তার বাকি জীবন সে
পাখির সাথে কাটালো।

নুসাইবা শ্রেণী-৫

- **নুসাইবা সারোয়ার**
- শ্রেনী ৫, কওউলুমেস্তারিন স্কুল, এস্পো।

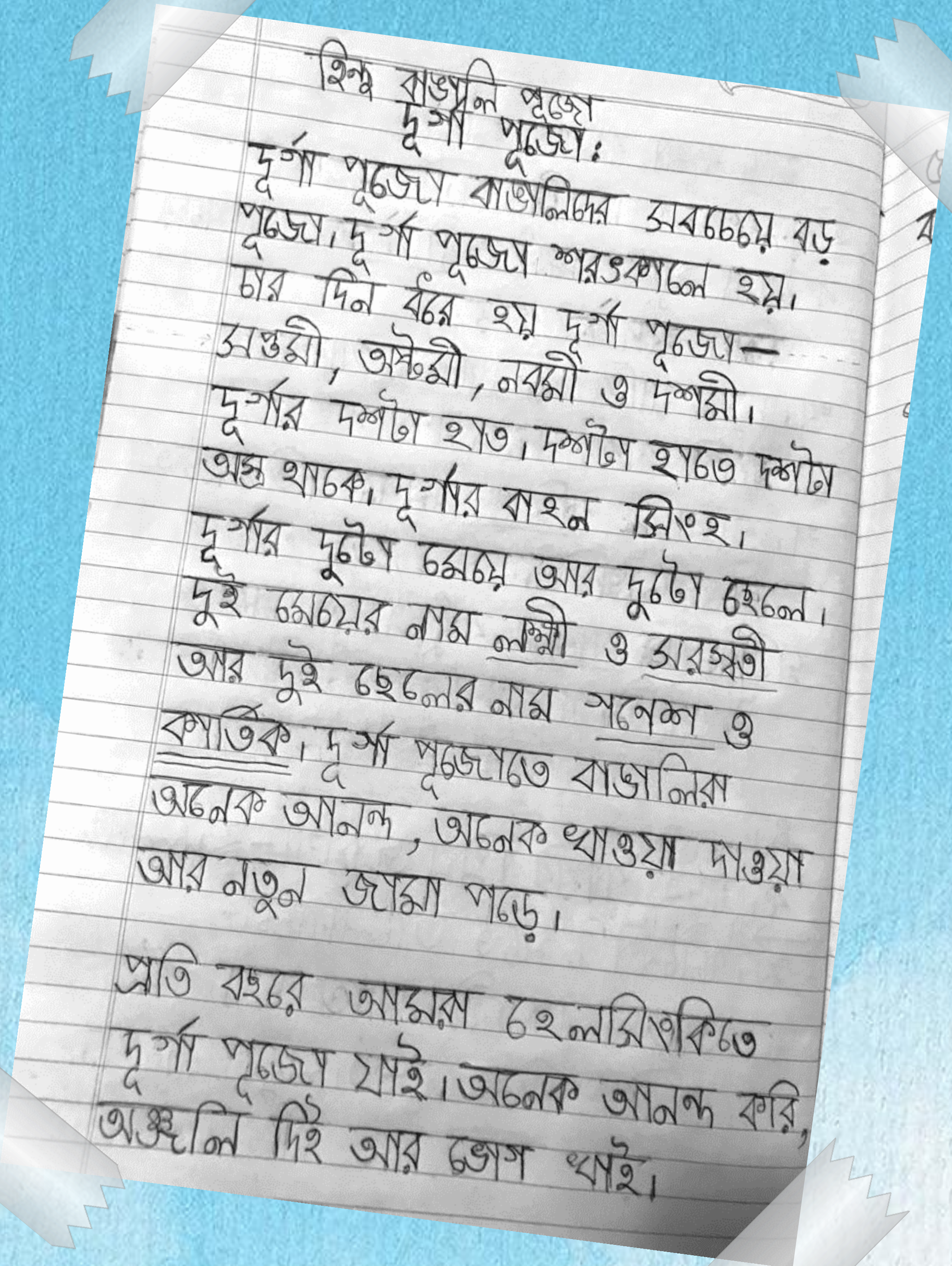

হিন্দু বাঙালি পূজো
দূর্গা পুজো:

দূর্গা পুজো বাঙালিদের সবচেয়ে বড় পুজো, দূর্গা পুজো শরৎকালে হয়। চার দিন ধরে হয় দূর্গা পুজো— সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী। দূর্গার দশটা হাত, দশটা হাতে দশটা অস্ত্র থাকে। দূর্গার বাহন সিংহ। দূর্গার দুটো মেয়ে আর দুটো ছেলে। দুই মেয়ের নাম লক্ষ্মী ও সরস্বতী আর দুই ছেলের নাম গনেশ ও কার্তিক। দূর্গা পুজোতে বাঙালিরা অনেক আনন্দ, অনেক খাওয়া দাওয়া আর নতুন জামা পড়ে।

প্রতি বছরে আমরা হেলসিংকিতে দূর্গা পুজো যাই। অনেক আনন্দ করি, অঞ্জলি দিই আর ভোগ খাই।

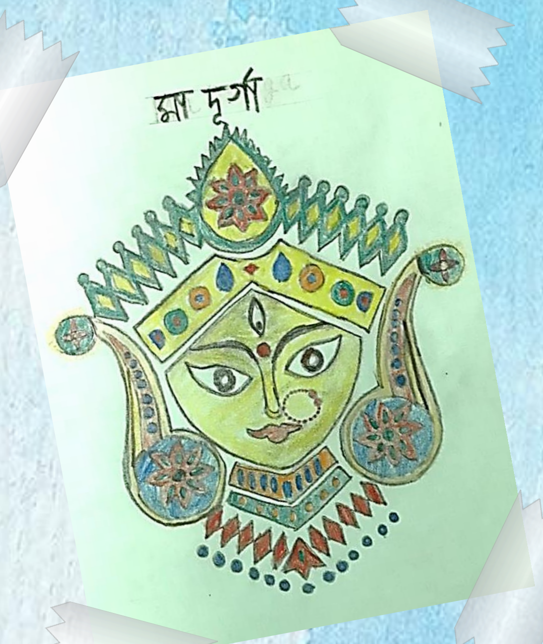

শৌর্যেশ শিকদার (দেভ)
- ৪র্থ শ্রেনী
- দি ইংলিশ স্কুল, হেলসিংকি।